CBCS B.A. POLITICAL SCIENCE HONS

SEM II CC4 : POLITICAL PROCESS IN INDIA

TOPIC VII. The Changing Nature of the Indian State Developmental, Welfare and Coercive Dimensions

ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তনশীল বিবর্তন : উন্নয়ন, কল্যাণ এবং দমনমূলক প্রকৃতি

Piku Das Gupta, Associate Professor, Dept. of Political Science

ভূমিকা:

রাষ্ট্রের ভূমিকা সম্ভবত চিন্তাবিদদের মধ্যে রাজনৈতিক মতবিরোধের সবচেয়ে প্রভাবশালী ভাবনার বিষয়বস্তু, যা রাষ্ট্র, সমাজ এবং ব্যক্তির মধ্যে সঠিক সম্পর্ক সম্পর্কে বিভিন্ন মতামতকে প্রতিফলিত করে। যদিও সমস্ত রাজনৈতিক চিন্তাবিদরা অরাজকবাদীদের বাদ দিয়ে রাজ্যটিকে সার্থক বা প্রয়োজনীয় সংস্থারূপে বিবেচনা করেছেন, তারা সমাজে রাষ্ট্রের যে ভূমিকা পালন করতে হবে তা নিয়ে গভীরভাবে দ্বিমতও রয়েছে। এই বিতর্কের এক চূড়ান্ত সময়ে, ধ্রুপদী উদারপন্থীরা যুক্তি দেখিয়েছেন যে ব্যক্তিদের যথাসম্ভব বিস্তৃত স্বাধীনতা উপভোগ করা উচিত এবং অতএব জোর দিয়েছিল যে রাষ্ট্রকে ন্যূনতম ভূমিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। এই ন্যূনতম ভূমিকাটি কেবল শান্তি এবং সামাজিক শৃঙ্খলার একটি কাঠামো সরবরাহ করা যার মধ্যে ব্যক্তিগত নাগরিকরা তাদের জীবনকে সবচেয়ে ভাল বলে চালাতে পারে।

এই জাতীয় সংক্ষিপ্ত রাজ্যগুলি, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনাগুলি পুলিশ বাহিনী, আদালত ব্যবস্থা এবং সেনাবাহিনীর মত বিষয়েই সীমাবদ্ধ, যা সাধারণত ১৯শতকে বিদ্যমান ছিল। তবে বিংশ শতাব্দীতে, তারা বিরল হয়ে গেছে, এবং প্রভাবশালী প্রবণতা ছিল রাজ্যের ভূমিকা প্রসারিত করার জন্য। গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক, আধুনিক উদারপন্থী এবং পিতৃতান্ত্রিক রক্ষণশীলদের সহ একটি বিস্তৃত আদর্শিক জোটের সমর্থিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুরক্ষার জন্য নির্বাচনী চাপগুলির প্রতিক্রিয়া হিসাবে অগ্রগতিশীলভাবে এটি ঘটেছে।

এই প্রক্রিয়াটি সাম্রাজ্যীয় রাষ্ট্র কাঠামোর ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার দ্বারা সহায়তা করেছিল যা ভারতীয় সমাজের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ককেও অনেকটাই আকার দিয়েছে। কংগ্রেসের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ঔপনিবেশিক রাজনৈতিক উত্তরাধিকারকে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করেছিল পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমগুলি কে চালানো এবং দারিদ্র্য কাটিয়ে উঠতে সক্ষম ন্যায্য, সমাজতান্ত্রিক দর্শন, সুশীল সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। ১৯৪৭ সালে বিশ্বের অন্যতম এবং অভিনব রাজনৈতিক মুক্তির জন্য দীর্ঘ-টানা লড়াইয়ের পরে ভারতীয় সাংবিধানিক রাষ্ট্রের উত্থান হয়েছিল।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের শীর্ষস্থানীয় এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতাগণ পশ্চিমী প্রভাবে আকৃষ্ট ছিলেন। ভারতের সংবিধান ১৯৫০ সালে গৃহীত হয়েছিল যাতে, দ্বি-স্তর ও বহু-দলীয় ব্যবস্থা, পরোক্ষভাবে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি, একটি স্বাধীন বিচার বিভাগ, এবং কেন্দ্র এবং ক্ষমতাগুলির মধ্যে আংশিক পৃথকীকরণের একটি ফেডারেল কাঠামো দিয়ে ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ, সংসদীয় গণতন্ত্রে পরিণত করেছিল। কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতা এবং দায়িত্বগুলির আংশিক বিভাজন ও তার অন্তর্ভুক্ত।

প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক বিষয়াদি, আন্ত-রাষ্ট্রীয় যোগাযোগ, বাণিজ্য ও বাণিজ্য, মুদ্রা, ব্যাংকিং, শিল্পের নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য সংরক্ষিত ছিল। পাবলিক অর্ডার, পুলিশ, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, পেশা ইত্যাদি রাজ্যের জন্য সংরক্ষিত ছিল। যুগপত তালিকায় বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ, অকৃষি সম্পত্তি হস্তান্তর, চুক্তি, নাগরিক ও ফৌজদারি পদ্ধতি, একচেটিয়া,

কল্যাণ, সামাজিক সুরক্ষা, মূল্য-নিয়ন্ত্রণ, কলকারখানা, বিদ্যুৎ ও খাদ্যে ভেজাল ইত্যাদি আইনের তালিকাতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। কেন্দ্রীয় সরকার কর্পোরেশন এবং আয়কর, মূলধন আয়কর, শুল্ক এবং আবগারি, মুদ্রা, মুদ্রা, বৈদেশিক মুদ্রা, স্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেনের উপর কর ইত্যাদি ইত্যাদি থেকে রাজস্ব বৃদ্ধি করতে পারে, রাজ্যগুলি ভূমি রাজস্ব, কৃষি, আয়কর, এর মাধ্যমে রাজস্ব বৃদ্ধি করতে পারে, বিদ্যুৎ ও জলের হার, যানবাহনের উপর কর, ব্যবসা, পেশা, জমি ও সম্পত্তি কর, বিক্রয় ও ক্রয় শুল্ক, বিনোদন কর ইত্যাদি ইত্যাদি ছাড়াও দরিদ্র বা স্বল্পোন্নত রাজ্যগুলিকে সহায়তা দেওয়ার জন্য সংবিধান অনুদানের জন্য ব্যবস্থাও করা হয়েছে কেন্দ্র দ্বারা রাজ্যগুলিতে সহায়তা করবার জন্যে।

* স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতের মূল লক্ষ্যগুলি ছিল জাতীয় সংহতকরণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক সাম্যতা এবং রাজনৈতিক গণতন্ত্র। ১৯৫১ সাল থেকে পরিকল্পনা কমিশন স্থাপন, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, জাতীয় উন্নয়ন কাউন্সিল, ইত্যাদি লক্ষণীয় পদক্ষেপ ছিল।

এটি সমস্ত আধুনিক রাষ্ট্রের মতো প্রায় বাধ্যতামূলক কর্তৃত্বের একচেটিয়া ওয়েবেরিয়ান নীতি গ্রহণ করেছিল যা সামাজিক সংস্থাগুলিকে একে একে তাদের সংস্থাগুলির মাধ্যমে একে অপরের বিরুদ্ধে দাবী করার জন্য ইঙ্গিত পাঠিয়েছিল। ফলস্বরূপ, রাজ্যে সামাজিক গোষ্ঠীগুলির দাবীগুলিতে এক তীব্র উত্থান হয়েছিল। রাজনৈতিক নেতা এবং আমলাদের ব্যক্তিগত কারণে বিনিয়োগ বিভাগ এবং নীতিগত পছন্দগুলির ভাগ্যও নির্ধারণ হত। ফলস্বরূপ, অনুকূল পক্ষপাত, দমন, লাইসেন্স-রাজ, অর্থনৈতিক শ্রেণি এবং সমাজিত ভাবে ধনী ও অভিজাতদের পক্ষে সুবিধা বন্টন হত।

আমলাতন্ত্র ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও মর্যাদার সাথে জড়িত ছিলেন, সরকার পরিচালনার জন্য এবং সমাজ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতার একচেটিয়াকরণ করেছিলেন। স্বাধীন ভারতে সরকারী প্রশাসনের প্রাথমিক যন্ত্রপাতিটিও ঔপনিবেশিক যুগ থেকেই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়েছিল, যদিও শীঘ্রই এটি আকারে বিশাল আকারে প্রসারিত হয়েছিল। এটিতে সর্বভারতীয় পরিষেবাদিভিত্তিক একটি অভিজাত ক্যাডার এবং ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে আয়োজিত আরও অনেক বৃহত সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত। সরকারী ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ ইউনিটটি ছিল জেলা প্রশাসন যা জেলা অফিসারের দায়িত্বে প্রাথমিকভাবে ঔপনিবেশিক সময়ের মতো আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দায়বদ্ধ ছিল, তবে উন্নয়নমূলক কাজের মূল সরকারী বিভাগও হয়ে উঠত।

বিবর্তনগুলি

প্রশাসনের যে কাঠামোগত-কার্যকরী বিন্যাস ভারত উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত তা .ঔপনিবেশিক ধারণা এবং দর্শনের ভিত্তিতে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে নতুন প্রশাসনিক কাঠামো এবং কাজকর্ম স্থাপনে ভারতীয় রাষ্ট্র সীমাবদ্ধ ছিল। একইভাবে, রাজনৈতিক নেতৃত্বের কঠোর নিয়ন্ত্রণাধীন একটি পেশাদার সেনাবাহিনীর ব্রিটিশ মডেলটি স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে সফলভাবে বজায় ছিল।

ভারতে আমলাতন্ত্রের বৈচিত্রময়তা সাধারণত বৃহত্তর এবং বিশেষত ক্ষমতাসীন শ্রেণীর সমাজের সামাজিক এবং শ্রেণীবদ্ধের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত করে যা ভারতের ক্ষেত্রে ব্রিটিশরা তাদের শাসনের পরিস্থিতি বিবেচনা করে সচেতনভাবে পরিকল্পনা করেছিল। উচ্চতর সিভিল সার্ভিস কেবলমাত্র 'রাজনৈতিক অভিজাতদের' দখলকৃত জায়গা নয় এটির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ, বছরের পর বছর ধরে, রাজ্য স্তরের আন্ত: জোটের বিরোধে জড়িয়ে পড়েছে। স্বাধীনতা-পরবর্তী রাজনৈতিক প্রক্রিয়া রাজনৈতিক কার্যনির্বাহী শ্রেণীর কর্মকান্ডে পরিবর্তনের জন্ম দিয়েছে যা সিভিল সার্ভিসের সামাজিক গঠনের তুলনায় আরও দ্রুত এবং সুদূরপ্রসারী ছিল। কখনও

রাষ্ট্র সর্বজনস্বীকৃত নৈতিক নীতি, মানবতাবাদ এবং গণতান্ত্রিক আদর্শের উপর ভিত্তি করে। সংবিধানে এর বিভিন্ন অংশ, অধ্যায় এবং নিবন্ধগুলিতে এর কাঠামোটি বিস্তৃতভাবে বিভক্ত করা হয়েছে। দেশভাগের অশান্তি এবং এরপরে জাতিগত দাঙ্গার ফলে সৃষ্ট রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও ভারতবর্ষ একটি 'ইউনিয়ন অফ স্টেট' হিসাবে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করেছে।

ভারতের জনগণের উপর ক্ষমতা অর্পিত হয়েছে যারা 'সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের' নির্মাতা হিসাবে বিবেচিত হয়। বছরের পর বছর ধরে ভারতে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা বেড়েছে। সামাজিক সংহতি ও রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির ফলে ভারতে সাধারণত প্রশাসনের সঙ্কট বলেও অভিহিত করা হয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক দলগুলির বিক্ষোভগুলিতে নতুন এবং আরও বেশি বৈচিত্র্যময় রাজনৈতিক দাবিগুলি প্রকাশ পায় যা প্রায়শই সহিংসতার কারণ হয়েও দাঁড়িয়েছে।

উভয়ই সাংবিধানিক আদেশ গঠনে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছে, যদিও আনুষ্ঠানিক সংবিধানে দলীয় ব্যবস্থা বা পরিকল্পনা কমিশন উভয়েরই উল্লেখ নেই। প্রচলিত সংবিধানের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের দল ও ফেডারেল ব্যবস্থায় পরিবর্তনগুলি, পাশাপাশি শাখা এবং সরকারের ইউনিটের মধ্যে ক্ষমতার পরিবর্তনশীল ভারসাম্য বিশ্লেষণ করতে নির্দেশ দেয়। এটি স্বাধীনতার পর চার দশক ধরে বিরাজমান কেন্দ্রীয় নেহেরুভিয়ান রাজ্য এবং অর্থনীতির ক্ষয়ের বিষয়টিও তুলে ধরেছে। ১৯৯১ সালে অর্থনৈতিক সংস্কার শুরু করার সাথে সাথে একটি কেন্দ্রভিত্তিক , হস্তক্ষেপবাদী রাজ্যকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত একটি ক্রমবর্ধমান বিকেন্দ্রীকৃত নিয়ন্ত্রক রাষ্ট্র হয়েছিল। এইভাবে ভারতীয় সংবিধান সময়ের পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে।

অন্যদিকে কিছু সংশোধনী বৃহত্তর ক্ষেত্রে দেশকে এগিয়ে নিয়ে গেছে এবং স্থানীয় সরকারকে ক্ষমতায়িত করেছে। ইতিমধ্যে, কেন্দ্রীয় সরকার ভারতের সংবিধানের ব্যাপক পর্যালোচনা করার জন্য একটি জাতীয় কমিশন নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

ভারতীয় রাজ্যের সমস্যাগুলি

গত ৫০ বছরে ভারতে রাজ্য গণতান্ত্রিক রূপান্তর সংগ্রামের মুখোমুখি হয়েছে যেখানে জনগণের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অর্থ সম্পর্কে একটি বিস্তৃত বোঝাপড়া রয়েছে। বিভিন্ন গোষ্ঠী স্বায়ত্তশাসন এবং স্ব-সংকল্প গ্রহণ করে এবং তাদের চাহিদাগুলি পূরণের জন্য সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গ্যারান্টি দাবি করে। নতুন সহস্রাব্দে যে বিষয়গুলির মুখোমুখি সেগুলি হলো নতুন প্রযুক্তিগত যুগের দাবিদার যা জটিলতামুক্ত ও পরিশীলিত হবে। জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে যেমন আমলাতন্ত্রকে একটি টেকনোক্র্যাসিতে পরিণত করা এবং একটি নতুন কাজের সংস্কৃতি তৈরি করা যা প্রতিক্রিয়াশীল এবং প্রযুক্তিগত যুগের সমস্যার জটিলতা বুঝতে সক্ষম এবং দীর্ঘমেয়াদী জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনগুলিকে সমাধান করতে পারে।

জনসংখ্যা যা বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম, ভারতীয় রাজ্যএর একটি বৈচিত্র্য এবং ধারাবাহিকতা নিয়ে প্রতিনিধিত্ব করে। আকার এবং ভৌগলিক অবস্থান, ধর্ম এবং ধর্মীয় সম্প্রদায়, বর্ণ, ভাষাতাত্ত্বিক গোষ্ঠী, বর্ণ, সম্প্রদায় এবং রাজনৈতিক দলগুলির একটি মধ্যস্থতা রয়েছে। রাজনৈতিক ব্যবস্থার দুর্নীতি ও অপরাধীকরণ, আমলাতন্ত্রীর দুর্নীতি ও অদক্ষতা, বিশ্বাসযোগ্যতা হ্রাস করে চলেছে। রাজনৈতিক সমাজতাত্ত্বিকরা মনে করেন যে ভারতীয় রাজ্য যখন দৃশ্যমান হয়, এটি প্রাচ্যীয় স্বৈরাচারবাদের একটি দুর্বল রূপ হিসাবে দেখা যায়।

ওয়েবার, মেইন এবং ডুমন্ট সকলেই এই ধারণাকে নিশ্চিত করেছেন যে ভারতে এই অবস্থা ছিল উপকেন্দ্রিক। মার্কস ভারতীয় গ্রাম / গ্রাম সম্প্রদায়েরকে প্রাচ্যতন্ত্রের শক্ত ভিত্তি হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন। ভারতের একটি সাংস্কৃতিক জাতির উপর ভিত্তি করে ভারতবর্ষকে সর্বজনীন ও একজাতীয় হিসাবে দেখছে। জনগণের উপরে রাষ্ট্রের একটি সুবিধাপ্রাপ্ত অবস্থান অনুসারে, এটি সামাজিক স্থানকে ঐতিহ্য, ধর্ম, ভাষা এবং এর মতো বহুবচন হিসাবে চিহ্নিত করেছে বলে মনে করা হয়।

বিকল্পভাবে, ভারতকে একটি জাতীয় জাতিরাষ্ট্রের পরিবর্তে বহুগুণকে প্রশ্রয়দানকারী একটি সাংস্কৃতিক জাতি এবং সভ্য সমাজ হিসাবে দেখা হয়। এই মতামত সংস্কৃতিগত নীতি ভিত্তিক ভারতের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের উপর জোর দেয়। আধুনিক রাষ্ট্র ভারতীয় সংস্কৃতিতে অন্তর্নির্মিত এই বহুত্ব এবং একতাবদ্ধতা অপসারণ করার চেষ্টা করে এবং এথেকে একক রাজনৈতিক সত্তা তৈরি করে। সুতরাং, আধুনিক ভারতে অসহিষ্ণুতা ও সাম্প্রদায়িকতার মূল হিসাবে চিহ্নিত।

ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত অনেক কমিশন আমলাতন্ত্রের অস্থিরতা চিহ্নিত করেছে যা দুর্নীতি, স্বচ্ছলতা, অভিজাতত্ব এবং অদক্ষতার জন্য কুখ্যাত হয়েছে। উন্নয়নমূলক ভারতীয় রাজ্য নিখরচায় অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস করতে এবং দারিদ্র্য, রাজনৈতিক সহিংসতা ও আন্তঃজাতির সহিংসতা রুখতে ব্যর্থ হয়েছে, বিচারব্যবস্থা ও আইনী ব্যবস্থা সাধারণ মানুষের বিচারকে বিলম্বিত করছে, পুলিশ-বর্বরতা রয়ে গেছে , এবং এর অর্থনৈতিক বিকাশের স্থায়িত্বও সন্দেহজনক রয়ে গেছে যার ফলে প্রশাসনের সংকট দেখা দিয়েছে। তারা সঙ্কটকে বিভিন্ন উত্স থেকে উদ্ভূত হিসাবে দেখছে এবং তাই একেবারে ভিন্ন সমাধানের প্রত্যাশা করবে।

অন্য যুক্তি অনুসারে, একটি গণতান্ত্রিক সমাজের আগমনে সংকটের মূল দেখা যায় যা গণতান্ত্রিক সরকারের কাজকে আরও সমস্যাযুক্ত করে তুলেছে। ক্রমবর্ধমান সামাজিক শ্রেণি এবং ভারতীয় রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই পরবর্তী ফলাফলগুলি দুর্বল করে তুলেছে। কেন্দ্রে কোনও জাতীয় দলের নির্ধারিতভাবে ক্ষমতায় থাকার অক্ষমতার ফলস্বরূপ ভারতীয় রাজ্য একটি রাজনৈতিক জোটের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

ভারতীয় সমাজের প্রভাবশালী অংশ এবং জনগণের মধ্যে থাক দ্বন্দ্বও সাম্প্রতিক দশকগুলিতে প্রভাবশালী অভিজাতদের অনুভূমিকভাবে সম্পর্কিত অংশগুলির প্রতিযোগিতামূলক এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাতের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। এ জাতীয় পরিস্থিতিতে একদিকে যেমন গণতন্ত্রের নির্দিষ্ট কিছু রূপ এবং অন্যদিকে আঞ্চলিক বিরোধী তারা কেন্দ্রের চাপকে প্রতিরোধ করতে এবং ভারতীয় রাজ্যকে চ্যালেঞ্জ ছড়িয়ে দিতে সক্ষম বলে প্রমাণিত হয়েছে। ভারতীয় রাজ্য ধর্ম সম্পর্কিত দ্বৈতবাদের নীতি অনুসরণ করে। ভারতীয় বংশোদ্ভূত ধর্মসমূহ, বিশেষত সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মের ক্ষেত্রে, রাষ্ট্র সংশোধক হিসাবে হস্তক্ষেপ করে যেখানে সংখ্যালঘু ধর্মগুলির ক্ষেত্রে এটি সমীচীন পশ্চাদপসরণের নীতি অনুসরণ করে।

গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে কাজ করে, এটি চীন এবং পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশকে বাদ দিয়ে বেশিরভাগ উন্নয়নশীল দেশকে ছাড়িয়ে গেছে। বিশ্বায়ন প্রসঙ্গে, ভারতীয় রাজ্য বিশ্বব্যাপী মুক্ত বাণিজ্য, সরকারী ক্ষেত্রের বেসরকারীকরণ, কর সংস্কার, পরিবেশ ও পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কিত চুক্তিগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থনৈতিক নীতিগুলির সুবিধার্থে ও প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণের চেষ্টা করছে। ন্যূনতম রাষ্ট্রের উপর উচ্চারণের পরেও, আমলাতন্ত্রকে অধিকার প্রদান, সরকারী ক্ষেত্রকে সহজতরকরণ, সুবিধাবঞ্চিতদের কল্যাণে প্রচার এবং মানবাধিকার, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং অর্থনৈতিক সাম্যের দিকে উত্সাহিত করার প্রয়াসের মাধ্যমে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অবলম্বন করার জন্য ভারতীয় রাজ্য নিজেকে প্রতিস্থাপন করছে।

উপসংহার

ভারতীয় রাষ্ট্র তার সামগ্রিক গণতান্ত্রিক কাঠামো, নাগরিক স্বাধীনতা, ফেডারেল কাঠামো, স্বাধীন বিচার বিভাগ, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কিছু রূপ, স্নাতকৃত উদারীকরণ, মিশ্র অর্থনীতি এবং সরকারী, বেসরকারী, সমবায়, স্বেচ্ছাসেবী, সমিতি, প্রাতিষ্ঠানিক সাংগঠনিক বৈচিত্রের মধ্যে রয়েছে, এবং অন্যান্য বেসরকারী সংস্থা, যারা কেবল সময়ের পরীক্ষায় দাঁড়িয়েছে এমন নয়, বরং অতীতের সাথে ধারাবাহিকতা এবং ভবিষ্যতের পুনরজ্জীবনের একটি দুর্দান্ত কাজের জায়গা সরবরাহ করে। ভারতীয় রাষ্ট্রের উপর বিশ্বায়নের প্রভাব সমসাময়িক প্রসঙ্গেও তাৎপর্যপূর্ণ।